بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

“আমাদের মধ্যে যদি তাক্বওয়া ও খোদাভীতি আছে, যদি আমরা তাক্বওয়া ও খোদাভীতি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি তবেই আমাদের সফলতা অর্জন হবে এবং এই অবস্থা যখন হবে তখন ফিরিস্তারা আমাদের পথ সুগম করতে আরম্ভ করে দেবে।”

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন - পৃথিবীতে বহু মানুষ বিভিন্ন কথা অনাকাঙ্খিত ও অকারণে করে থাকে। কিছু মানুষ কৌতুকছলে বা রসিকতা করে কাউকে কোন অর্থহীণ কথা বলে দেয় যাতে ঝগড়া ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও এরূপ কথা সভার মাঝে করা হয় যার কোন লাভ নেই। কথা কেবল কথা প্রসঙ্গেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এমন বিদ্রুপসহকারে করা হয়ে থাকে যা হতে অন্যকে কষ্টও পৌঁছায়। অথবা এমন অনর্থক কথা হয়ে থাকে যা কাউকেও কোন উপকার দেয় না বরং সময়ের অপচয় হয়। অনর্থক এই অর্থে যে, অ-লাভদায়ক ও অনুপোকারী কথোপকথন বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনও কিছু না চিন্তা করে কথা বলাকে বোঝায়, অকর্মণ্য ও বুদ্ধিহীণভাবে কথাবার্তা বলাকে বোঝায়। কোরআন করীমে খোদাতাআলা মোমিন বা বিশ্বাসীদেরকে এরূপ কথাবার্তা হতে বিরত থাকতে বলে যা অলাভদায়ক।

মোমিনদের এরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, যখন সে কোন অনর্থক জিনিস দেখে তো তার নিকট হতে দুরে সরে যায়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- মহিলারা সাধারণত অনর্থক অকর্মণ্য কথোপকথনের দিকে অধিক মনোযোগী। হুযূর (আইঃ) বলেন,- যদিও বর্তমানে পুরুষদেরও এই একই অবস্থা। যেমন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে এই পোষাকটি কত মূল্যে কেনা হয়েছে? এটি ক্ষুদ্র নগন্য কথা, এগুলিও অনর্থক বস্তুর অন্তর্গত। এই গহনাটি কোথা হতে তৈরীকৃত? এই কথাটি এমন যা কেবল জাগতিকতার কথা, এতে কোন লাভ নেই এবং কখনও কখনও পার্শ্বে উপবিষ্টা মহিলার উপর এর মন্দ প্রভাব পড়তে থাকে। যতক্ষণ না এর সম্পূর্ণ ইতিহাস জেনে না নেয় মহিলারা শান্তি পায় না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রায়শই বর্ণনা করতেন যে,- এক মহিলা একটি আংটি তৈরী করায়, কিন্তু কেউ সেদিকে মনোযোগ দিল না বা প্রশংসা করলো না। সেই মহিলাটি বিরক্ত হয়ে নিজের গৃহকে আগুন লাগিয়ে দেয়। মানুষ জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে কোনও বস্তু নিরাপদ রইল কিনা। সেই মহিলাটি বললো, এই আংটিটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। অপর এক মহিলা জিজ্ঞাসা করে যে, বোন, তুমি এই আংটিটি কবে তৈরী করালে এটি তো ভীষণ সুন্দর? তখন সে বললো যে, তুমি যদি এই কথাটি আমাকে পূর্বে জিজ্ঞাসা করতে তো আমার গৃহ কেন জ্বালাতাম। এই অভ্যাস পুরুষদেরও মাঝে লক্ষ্যণীয়, অকারণে তারা প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করে দেয়। আসসালামু আলায়কুম এর পর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করে দেয় যে কোথা হতে এসেছো এবং কোথায় যাবে, আয়-উপার্জন কত ইত্যাদি। অথচ অপরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে বা প্রয়োজনই বা কি? পশ্চিমি জাতিগুলিতে এটি কখনও হয় না যে তারা একে অপরকে এ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোথায় চাকুরী করো, শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, বেতন কত ইত্যাদি খনন করার কথা তারা চিন্তাও করে না।

সুতরাং অনর্থক-অলাভদায়ক কথা কেবল এটিই নয় যা অপরের ক্ষতিসাধন করে বরং প্রতিটি নিছক-নিষ্ফল কথাবার্তাই অনর্থক হয়ে থাকে। অতএব মোমিনের জন্য এটি আবশ্যকীয় যে তাদের কথোপকথন যেন সর্বদা অর্থসম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের নিরর্থক বস্তু হতে বিরত থাকে। সুতরাং এক মোমিনের নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-ব্যবহার দ্বারা অন্যের উপকার সাধন এবং অন্যের উপর দয়া প্রদর্শন করে নিজের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা বা

মূল্য প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। কেবল নির্দিষ্ট বা সীমিত মর্যাদা না হয় যেন তার স্বজন বা নিকটজনেরাই শুধু তার জন্য রোদনকারী না হয় বরং যেখানে সে বসবাস করে, যে সমাজে সে বাস করে সেখানে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হোক।

হুযূর আনওয়ার (আইঃ) এক পীরের পৌরাণিক ঘটনা বর্ণনা করেন যাতে পীর ঐ সময়কালীন সম্রাটের সম্মুখে গভীর অজ্ঞানতা ও বুদ্ধিহীণতার পরিচয় দিতে গিয়ে এমন একটি কথা বলে বসে যা বাস্তবতা হতে বহু দূরে ছিল। এই পৌরাণিক ঘটনাটি বর্ণনা করার পর হুযূর (আইঃ) উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে আমাদের বলেন যেঃ প্রত্যেক মোবাল্লেগ এর উচিৎ ভৌগলিক, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সভ্য কথোপকথন, জনমজলিসে বা সভায় ওঠাবসার শিষ্টাচারের জ্ঞান ইত্যাদির অধ্যয়ন ততটুকু অন্তত করা উচিৎ যতটুকুর একটি সভ্য সভায় যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এটি কোন কঠিন কাজ নয় সামান্য পরিশ্রমে এটি অর্জন করা সম্ভব। এগুলির প্রতিটি শিক্ষার প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তকাদি পাঠ করে নেওয়া উচিৎ। বর্তমানে আমাদের মোবাল্লেগগণকে চলমান পরিস্থিতি বিষয়ক প্রশ্নাদি করা হয় কিন্তু যেহেতু কিছু মোবাল্লেগ সংবাদপত্র ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করেন না, জ্ঞান রাখে না অথবা সংবাদ শোনেন না জ্ঞান রাখেন না বা কোন সমস্যার গভীরতায় প্রবেশ করেন না তাই কখনও কখনও যারা জাগতিক মানুষ তারা এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে থাকে। তাই ঘটমান পরিস্থিতির জ্ঞান এবং যে সভায় বা পরিবেশে যাবেন তার সম্পর্কেও অবশ্যই পরিচিতি লাভ করে যাওয়া উচিৎ।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) আরেকটি পৌরাণিক ঘটনা বর্ণনা করেন যে,- এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, ছোট পুত্র নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে গৃহ হতে চলে যায়। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনে যখন সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে বিপর্যস্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো তখন পিতা তাকে ক্ষমা করে দেন আর সম্মানও দিলেন। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর হুযূর (আইঃ) আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে,- অতএব যে ব্যক্তি নিজের ভুল স্বীকার করে, যখন সে ভুল করার পর আল্লাহতাআলার নিকট যায় এবং তাঁর সম্মুখে নত মস্তক হয় এবং নিজস্ব দোষত্রুটিকে স্বীকার করে অনুশোচনা করে তবে নিশ্চিতরূপে আল্লাহতাআলা তার অনুতাপকে গ্রহণ করে নেন ও পূর্ব হতে অধিক মাত্রায় তার প্রতি করুণাভাজন হয়ে থাকেন। সুতরাং এক মোমিনকেও আল্লাহতাআলার গুণাবলীকে গ্রহণ করে নিজ ভাইদের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা বা তাদের প্রতি ভাল আচরণ করা উচিৎ যদি সে সত্য হৃদয়ে ক্ষমা চাইতে আসে, দোষস্বীকার করে নেয়, তো তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা বা মার্জনা করা উচিৎ এবং সেই সাথে তাদের জন্য দোয়াও করা উচিৎ।

মানুষের চরিত্র সর্বাবস্থায় শক্তিশালী হওয়া উচিৎ এ নয় যে কখনও একরকম তো কখনও অন্যরকম আচরণ করবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে,- এক রাজা একবার বেগুন খেয়ে খুবই প্রফুল্ল হোল। রাজার এক অধীনস্ত লোক বেগুনের প্রশংসা আরম্ভ করে দেয়। যতপ্রকার প্রশংসা হতে পারতো প্রত্যেকটি সে গুনে গুনে বর্ণনা করে দিল। এই কথাটি শুনে রাজার আরও শখ ও আগ্রহ জন্মাল এবং তিনি কিছুদিন যাবৎ কেবল বেগুনই খেতে থাকলেন, যেহেতু বেগুণের কার্যকারীতা উষ্ণ হয়ে থাকে তাই তা উষ্ণায়ন করে রাজাকে পীড়িত করে দিল এবং ফলশ্রুতিতে রাজা একদিন বললেন যে, বেগুন ভীষণ খারাপ জিনিস। তাতে সেই অধীনস্ত ব্যক্তি বেগুনের নিন্দা আরম্ভ করে দিল। কেউ তাকে প্রশ্ন করলো যে এটি কি? কাল তুমি যে জিনিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলে আজ তার নিন্দা করছো? অন্তত: সত্য তো বলো, সে বললো, আমি রাজার গোলাম বা চাকর, বেগুনের নয়। বর্তমানে আমাদের মুসলমান সমাজে সচরাচর এই সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়, এবং এদেরকে দেখে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। চরিত্রগত দিক হতে বা আচারব্যবহারের দিক হতে সবচাইতে অধিক শক্তিশালী বা উন্নতমানের চরিত্র তো মুসলমানদের হওয়া উচিৎ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: সবচাইতে অধিক নিম্ন স্থানের বা অধ:পতিত চরিত্রের অধিকারী এই সকল মানুষই, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিভাষা তো এটিই যে সত্য ও মিথ্যাকে সম্মুখে রেখে তবেই নিজের সিদ্ধান্তকে জানানো উচিৎ, এবং সঠিক পরামর্শ দান করা উচিৎ।

আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্কই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে থাকে এবং এই সম্পর্ক তাক্বওয়া দ্বারা দৃঢ় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই যে আমরা আহমদী হওয়ার দাবী করি যে, আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে মান্য করে সঠিক ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করবো, তবে এই জীবনযাপনের জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহতাআলার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিৎ ও তাঁর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ। আমাদের সফলতা কখনও

পার্থিব কথায় অর্জিত হতে পারে না। আমাদের মধ্যে যদি তাক্বওয়া ও খোদাভীতি আছে, যদি আমরা তাক্বওয়া ও খোদাভীতি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি তবেই আমাদের সফলতা অর্জন হবে এবং এমন অবস্থা যখন হবে তখন ফিরিস্তারা আমাদের পথ সুগম করতে আরম্ভ করে দেবে। ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের এটি চিন্তা করা উচিৎ যে তাক্বওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে ও খোদাতাআলার সহিত সম্পর্কস্থাপন করতে হবে।

সুতরাং আমাদের মাঝে প্রত্যেকের উচিৎ এটি চিন্তা করা যে, তাক্বওয়া সৃষ্টি করার আমরা সচেষ্ট হবো এবং খোদাতাআলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করবো। যদি এক জাগতিকতায় লিপ্ত ব্যক্তি আরেক পার্থিবতায় লিপ্ত ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক স্থাপনে লাভবান হয় তবে খোদাতাআলার সহিত সম্পর্ক তো সহস্র সহস্র বরং লক্ষ্য গুণ অধিক লাভ পৌঁছায়। তাই বান্দার আল্লাহতালার সহিত বন্ধুত্ব করা উচিৎ তাঁর সত্তাকে ভালবাসা উচিৎ। উন্নতির এটিই একমাত্র পথ যে, মানুষ নিজেকে খোদার হস্তে দান করুক এবং যেদিকে তিনি নিয়ে যেতে চাইবেন সেদিকে চলতে থাকুক। এক সত্য মোমিনের উদাহরণ কিরূপ? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সত্য মোমিনের দৃষ্টান্ত সত্য বন্ধুর সহিত তুলনা করে দিতেন। তিনি বলতেন যে,- এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তার এক পুত্রের কিছু দুষ্কৃতকারী, ভবঘুরে ছেলেদের সহিত বন্ধুত্ব ছিল। পিতা তাকে বোঝালেন যে, এই সমস্ত বন্ধুরা তোমার সত্যনিষ্ঠ বন্ধু নয় কেবল প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে তোমার নিকট এরা এসে থাকে অথচ এদের একজনও তোমার বিশ্বস্ত নয় কিন্তু পুত্র তার পিতাকে জবাব দিল যে, খুব সম্ভব আপনি কোনও সত্য বন্ধু লাভ করেননি যে জন্য আপনি সকলের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করতে থাকেন। আমার বন্ধুরা এরূপ মোটেও নয়। তারা ভীষণ বিশ্বস্ত এবং আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। পিতা পুনরায় তাকে বুঝান যে, সত্য বন্ধু পাওয়া বড়ই কঠিন। সমগ্র জীবনে আমায় একটি মাত্র বন্ধু অর্জিত হয়েছে, তবুও সেই ছেলেটি নিজের জেদে অটল থাকে। কিছু দিন পর ছেলেটি খরচের জন্য পিতার নিকট কিছু টাকা চায় তখন পিতা তাকে বলে যে, আমি তোমার ব্যয়ভার বহন করতে পারবো না, তুমি নিজ বন্ধুদের নিকট হতে চেয়ে নাও, আমার নিকট এই মুহূর্তে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা তার জন্য সুযোগের সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যাতে সে তার বন্ধুদের পরীক্ষা নিতে পারে। যখন পিতা অস্বীকার করলেন এবং এ বিষয়ে তার সমস্ত বন্ধুরা জানতে পারে তারা তার নিকট আসাযাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং দেখাসাক্ষাৎও ছেড়ে দেয়, অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে নিজেই তাদের সহিত সাক্ষাৎ করতে চলে যায়। যে বন্ধুরই দরজাতে টোকা দেয় সে ভিতর হতেই বলে পাঠায় যে, সে গৃহে নেই বা অসুস্থ আছে দেখা করতে পারবে না। সারাদিন ধরে সে ঘোরাফেরা করে কিন্তু কোনও বন্ধু তার সহিত সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হোল না। শেষে সন্ধ্যাবেলা সে গৃহে ফিরলো। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তোমার বন্ধুরা কিভাবে তোমার সাহায্য করলো। সে বললো, সকলেই হারামখোর, কেউ কোন ওজোর দেখায় তো কেউ অন্যরূপ। পিতা বললেন, আমি কি তোমাকে পূর্বে বলিনি যে এরা কেউ বিশ্বাসী নয়? ভালই হোল তোমারও কিছু অভিজ্ঞতা হলো। এবার এসো, আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করাই। এই পিতা-পুত্র সেই ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয় ও দরজায় টোকা দেয়। ভিতর হতে শোনা যায় যে, আসছি। অনেক বিলম্ব হোল কিন্তু দরজা খুলতে কেউ এল না। পুত্রের মাথায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসতে লাগলো। সে তার পিতাকে বলে,- আব্বাজি! মনে হয় যে, আপনার বন্ধুও আমার বন্ধুদের মত। পিতা বললেন,- কিছু সময়কাল অপেক্ষা করো। অবশেষে কিছু সময় পার হবার পর সেই ব্যক্তি দরজা খুললেন, যখন বাহিরে এলেন তো দেখা গেল তাঁর গলায় তরবারি ঝুলছে, এক হস্তে একটি থলি ছিল আর অপর হস্তে স্ত্রীর বাহু ধরে রেখেছিলেন। দরজা খুলেই তিনি বললেন যে, ক্ষমা করবেন, আপনাকে কষ্ট দিলাম, আমি দ্রুত আসতে না পারায়। আমার শীঘ্র না আসার কারণ হোল, যখন আপনি দরজায় টোকা দিলেন আমি বুঝে গেছিলাম যে আজ নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ হবে যে আপনি স্বয়ং এখানে এসেছেন নতুবা আপনি কোন সেবককে পাঠাতেন। আমি দরজা খুলতে চাইলাম কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় এ চিন্তার উদ্রেক হোল যে, হয়তো কোন বিপদের সম্মুখীণ হয়েছেন, তাই এই তিনটি বস্তু আমার নিকট ছিল একটি হলো তরবারি অপরটি থলি যাতে আমার এক বছরের জমাকৃত সম্পদ আছে, এবং আমার স্ত্রী যে সেবার জন্য প্রস্তুত আছে। সম্ভবত আপনার গৃহে কোন বিপদ বা কষ্ট আপতিত হয়েছে এবং এই যে বিলম্ব হোল দরজা খুলতে, তা এই কারণে হোল যে থলিটি মাটির নীচে লুকানো ছিল সেটিকে বাহির করতে সময় লাগলো এবং তরবারি এজন্য নিলাম

যদি প্রাণের প্রয়োজন হয় তবে তা যেন দিতে পারি। সেই ধনী ব্যক্তি বললেন যে,- আমার প্রিয় বন্ধু! এই মুহূর্তে আমার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই আর আমার উপর কোনও বিপদও আসেনি বরং আমি কেবল আমার পুত্রকে শিক্ষা দিতে এখানে এনেছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে,- এটিই সত্য বন্ধুত্ব। এবং এর চাইতে অধিক বন্ধুত্ব মানুষের আল্লাহতাআলার সহিত প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ যে সে তার প্রাণ, সম্পদ ও প্রতিটি বস্তু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, যেভাবে বন্ধু কখনও মেনে নেয় এবং কখনও মানিয়ে নেয় সেইভাবে মানুষেরও কর্তব্য যে, সে সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ের সহিত নিঃস্বার্থচিত্তে আল্লাহতাআলার রাস্তায় ত্যাগস্বীকার করতে থাকে। আল্লাহতাআলা আমাদের কত যাঞ্চাকে মেনে নেন, রাতদিন আমরা তার অনুগ্রহ হতে উপকৃত হই, তিনি যে সমস্ত বস্তু আমাদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন আমরা সেগুলি ব্যবহার করে থাকি অথচ কোন্ অধিকারে আমরা এই সমস্ত বস্তু দ্বারা লাভবান হই। খোদাতাআলা আমাদের কত বাসনা-আকাংখাকে পূর্ণ করেন এবং যদি একবারের জন্যও সেই আকাঙ্খিত বিষয়ের বিপক্ষে কাজ হয় তবে কিভাবে মানুষ আল্লাহতাআলার সম্পর্কে আস্থাহীণ মন্তব্য পোষণ করতে আরম্ভ করে দেয়। প্রকৃত সম্পর্ক হোল যে সুখ হোক বা দুঃখ কিন্তু সর্বাবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন যেন না আসে।

সুতরাং তারা যারা নামাজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে না তাদের উচিৎ নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা। তারা যারা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেন না তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ। তারা যারা এখানে এসেছেন তো আহমদীয়াতের দরুণ কিন্তু এখানে আসার পর এটি তারা ভুলে যায় যে আহমদীয়াতের কারণেই এখানকার নাগরিকত্ব তারা পেয়েছে। এবং তাদের উচিৎ অধিক হতে অধিকতর আহমদীয়াতের সেবায় এগিয়ে আসা।

হুযুর (আইঃ) অর্ন্তদৃষ্টিমুলক খুতবা জুমআর শেষে আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে,- অতএব আজ যখন আমরা আল্লাহতাআলার ভালবাসায় উৎসর্গকৃত এবং আল্লাহতাআলার বার্তাকে সারা বিশ্বে প্রসারতার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান ব্যক্তিকে মান্য করার দাবী করি আজ আমরা যে আল্লাহতাআলার প্রিয নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর নিবেদিত প্রাণ ও দাসের বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দাবী করি, আজ যদি আমরা এটি বুঝি যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আগমনে আল্লাহতাআলার অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং ইসলাম তার দ্বিতীয় নবজাগরণের যুগে প্রবেশ করেছে এবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। আমরা যদি তাঁর সহিত বয়াতের অঙ্গীকার এ জন্য করেছি যে আমরা তাঁর (আঃ) এর কাজে তাঁর সাহায্যকারী হবো তবে আমাদেরও সমস্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতার সহিত যা কিছু আমাদের মধ্যে বর্তমান তা কম হোক বা বেশী তাঁর উক্তিতে সাড়া দিয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিৎ, নিজের ভালবাসার প্রকাশ করা উচিৎ খোদাতাআলার সহিত ও তাঁর রসুলের সহিত এবং তাঁর মসীহের সহিতও। নিজের অবস্থায় পুণ্য পরিবর্তন আনয়ন করা উচিৎ, নিজেদের বিশ্বাসের মাণকে উন্নত করা উচিৎ। এরূপে প্রত্যেক প্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা চাই যেভাবে সেই গরীব বন্ধু তার ধনী বন্ধুর জন্য প্রস্তুত ছিল। আল্লাহতাআলা আমাদের এর সৌভাগ্য দান করুন। আমীন

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 26th February, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA